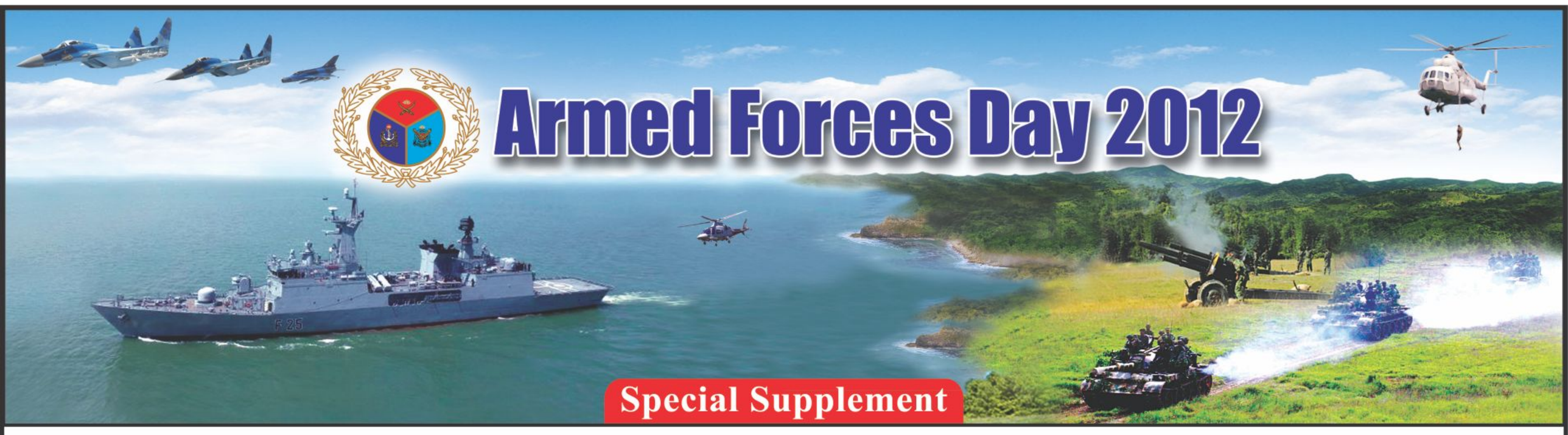

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৯
২১ নভেম্বর ২০১২

বাণী

'সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১২' উপলক্ষে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

জাতি হিসেবে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই মহান স্বাধীনতার স্থপতি। দীর্ঘ দু'যুগ ধরে নানা আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে স্বাধিকার আদায়ে তিনি উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম"। অবশেষে ২৬ মার্চ ১৯৭১ তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। সশস্ত্র যুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সমন্বিত আক্রমণ সূচনা করে। ফলে বিজয় ত্বরান্বিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। তাই আমাদের জাতীয় জীবনে দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাধীনতাযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মহান আত্মত্যাগ ও বীরত্বগাথা জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ জাতির গর্বিত সন্তান। নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি তাঁরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও জাতিগঠনমূলক কাজে অংশ নিয়ে দেশবাসীর আস্থা ও অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে তাঁদের অবদান দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করেছে। শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনকালে যাঁরা শাহাদাত বরণ করেছেন আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

একুশে নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনীর একটি গৌরবময় দিন। এ দিবসটি সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে নিজেদের বীরত্ব ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে সামনে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা যোগায়। আমি আশা করি নেতৃত্বের প্রতি পরিপূর্ণ অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল থেকে পেশাগত দক্ষতা ও দেশপ্রেমের সমন্বয় ঘটিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য নিজ নিজ বাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সদা তৎপর থাকবে। একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়াই আমাদের অঙ্গীকার। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার 'ভিশন ২০২১' ঘোষণা করেছে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এলক্ষ্য বাস্তবায়নে আরও অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস'-এ সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিসহ তিন বাহিনীর সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান
রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক

ARMED FORCES IN NATION BUILDING ACTIVITIES

Wing Commander Munsur Ahmed, Engineering

The clarion call for independence by the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman triggered the inner cravings of the people of all walks of life for the long awaited Independence of our motherland. This unequivocal call for freedom ignited them as Bangalee Nationals to take up arms and fight against the occupation forces. The Bangalee members of the Armed Forces joined the liberation war spontaneously for the noble cause and fought shoulder to shoulder along with the general mass against the oppressors.

The Armed Forces of Bangladesh were originated amidst the turbulent days of the Liberation War in 1971. On 21st November 1971, the brave members of the Army, Navy & Air Force launched a collective and coordinated military offensive on the occupation forces. This calculated, well planned and decisive assault eventually crippled the enemy and accelerated our victory on 16th December 1971. That's why the 21st November bears a special significance to the nation and particularly to all members of the Armed Forces. Today the Armed Forces of Bangladesh are proudly carrying out the sacred duty of safeguarding our hard earned independence with flying colours. Side by side, the remarkable contribution of the Armed Forces in nation building activities has also earned accolades from the entire nation. However, a few salient nation building activities of the Armed Forces are appended below:

Bangladesh Army: Bangladesh Army remains ever active in safeguarding our independence and sovereignty. Various nation building activities performed by Bangladesh Army are appended below:

a. **Ashrayan Projects:** In last one year a total of 912 barrack houses were constructed by Bangladesh Army, where 5960 poor and helpless families could be rehabilitated. Moreover, construction works of 346 Barrack houses of fiscal year 2010-2011 and 824 barrack houses of fiscal year 2011-2012 are ongoing.

b. **Infrastructural Development:** Bangladesh Army has been implementing construction and repair works of roads in inaccessible hilly regions. Construction of Ramu Bridge over the Shangu River and repair and construction works of Cox's Bazar-Teknaf Marine Drive are the mentionable projects under implementation. Recently Bangladesh Army has got the responsibilities for maintenance and repair works of Meghna and Gomoti Bridge on Dhaka-Chittagong Highway.

c. **Development of Dhaka City:** Bangladesh Army remained actively involved in implementing various national significant projects like 'Construction of Fly-Over on Mirpur-Airport road' and 'Construction of overpass at Banani rail crossing' along with long awaited 'Begun Bari - Hatirzhil' development project.

d. **Socio-Economic Development of the Country:** Bangladesh Army has been performing their duties at ten different power stations of the country to ensure orderly and uninterrupted power generation. Besides, they are deployed at Chittagong seaport to ensure internal security.

e. **Disaster Management and Rescue Operations:** This year Bangladesh Army has accomplished a number of commendable national tasks, like the rescue operation of stranded victims of landslides in Chittagong city area, repair works on flood affected Dhaka-Chittagong rail-lines and Dam protection works of Sirajganj town area.

(See Supplement Back Page)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৯
২১ নভেম্বর ২০১২

বাণী

সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১২ উপলক্ষে আমি সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

গৌরবময় ঐতিহাসিক এই দিনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সশস্ত্র বাহিনীর সকল শহীদের প্রতি যাঁরা দেশমাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালে ২১ শে নভেম্বর দেশপ্রেমিক জনতা, মুক্তিবাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী ও বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমনের সূচনা করেন। এর ফলশ্রুতিতে ১৬ই ডিসেম্বর হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাজিত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের স্মারক হিসেবে প্রতি বছর ২১ শে নভেম্বর 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' পালন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে একটি আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। তাঁর হাতে গড়া সে বাহিনী আজ পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছে তাঁদের সকল কর্মকাণ্ডে।

বর্তমান সরকার সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নে সর্বাত্মকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনী দুর্যোগ মোকাবেলা, অবকাঠামো নির্মাণ, আর্তমানবতার সেবা, বেসরকারি প্রশাসনকে সহায়তা এবং বিভিন্ন জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন।

আমি আশা করি, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য দেশপ্রেম, পেশাদারিত্ব এবং উন্নত নৈতিকতার আদর্শে স্ব স্ব দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাবেন।

আমি 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১২' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

সেনাবাহিনী প্রধান

বাণী

একুশে নভেম্বর - মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমুজ্জ্বল বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী দিবস। এই দিবসটি সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যেকটি সদস্যের নিকট অত্যন্ত তাৎপযপূর্ণ ও স্মরণীয়। ১৯৭১ সালের এই দিনেই আত্মোৎসর্গের মহান ব্রত নিয়ে দেশ মাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করতে মুক্তিকামী আপামর জনতার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় বীর সেনানীরা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের সূচনা করেছিল। ফলে ত্বরান্বিত হয়েছিল আমাদের কাঙ্খিত চূড়ান্ত বিজয় অর্জন। আত্মোৎসর্গের প্রত্যয়ে উজ্জীবিত আজকের এই মহতি দিনে আমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধই আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ ও অসামরিক জনতা যেভাবে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিশ্বের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধ, সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা ও লাখো শহীদের আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতা। প্রতি বছর সশস্ত্র বাহিনী দিবস আমাদেরকে স্বাধীনতা অর্জনের সেই মহান ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মোৎসর্গের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আজকের এই দিনে আমি স্বাধীনতার জন্য আত্মদানকারী সকল শহিদের বিদেহী আত্মা এবং তাঁদের পরিবারবর্গের প্রতি জানাচ্ছি গভীর শ্রদ্ধা।

শুধু স্বাধীনতা অর্জনেই নয়, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রত্যেকটি সদস্য আজ দেশগঠনেও সদা প্রস্তুত। প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বমহলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে চলেছে। দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও আমাদের সেনাবাহিনী দেশের জন্য প্রভূত সম্মান বয়ে এনেছে। তাঁদের অকৃত্রিম দেশপ্রেম, অদম্য কর্মস্পৃহা, উন্নত পেশাগত দক্ষতা ও সামরিক শৃঙ্খলাবোধের জন্যই এই সম্মান অর্জন সম্ভব হচ্ছে। অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাঁদের এই অর্জনকে প্রত্যয়দীপ্ত ও অম্লান রেখে দৃপ্ত পদভারে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সশস্ত্র বাহিনী দিবসের মহান চেতনা সকলের মাঝে জাগরূক থাকুক এই কামনা করি।

আমাদের অকুতোভয় সেনানীরা জাতীয় যে কোন কর্তব্য পালনের পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে সৈনিকসুলভ মনোভাব সুসংহত করবে এবং সেনাবাহিনী তথা জাতীয় ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে সক্ষম হবেন বলে আমার বিশ্বাস। মহান এই দিবসে আমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি। পরম করুনাময় আল্লাহতায়ালা আমাদের সহায় হউন। আমিন।

ইকবাল করিম ভূইয়া
জেনারেল
সেনাবাহিনী প্রধান

بسم الله الرحمن الرحيم

নৌবাহিনী প্রধান

বাণী

বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে মহান একুশে নভেম্বর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও সামরিক গুরুত্ববহ দিন। ৭১ এর রণাঙ্গনে এ দিন সর্বস্তরের জনতার সাথে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য একাত্ম হয়ে পরিকল্পিত এবং সম্মিলিত আক্রমণ রচনা করে। ফলে বাঙালির বিক্রমের কাছে পরাভূত হয় হানাদার পাকবাহিনী; লক্ষ কোটি প্রাণের কাঙ্খিত বিজয় চলে আসে হাতের মুঠোয়। মুক্তিযুদ্ধের মহান স্থপতি ও হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময়োপযোগী দিকনির্দেশনা এবং মুক্তিকামী জনতার সাথে সশস্ত্র বাহিনীর কৌশলী আক্রমণে নিশ্চিত হয় ১৬ই ডিসেম্বরের চূড়ান্ত বিজয়; বিশ্ব মানচিত্রের বুকে রচিত হয় বাঙালি জাতির গৌরবগাথা সোনার বাংলাদেশ।

দীর্ঘ প্রায় নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতাযুদ্ধের একপর্যায়ে ২১ নভেম্বর আমাদের তিন বাহিনীর বীর যোদ্ধারা দখলদার বাহিনীর উপর সম্মিলিত ও যুগপৎ আক্রমণ শুরু করে। সুপরিকল্পিত শক্তিধর এ আক্রমণে শত্রুবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্রমান্বয়ে পিছু হটতে থাকে। বাঙালির যুদ্ধ কৌশলের কাছে তারা পরাজয় বরণ করে এবং ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। মহান একুশে নভেম্বরের অনুপ্রেরণায় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সদা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সশস্ত্র বাহিনী দিবসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি দেশের জন্য আত্মোৎসর্গকারী সকল বীর শহীদদের, যাঁদের ত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের ফলে বিশ্বের দরবারে একটি সম্মানজনক অবস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ এবং যাঁদের আত্মদান প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করছে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে। ফলে শান্তিতে ও সংগ্রামে সর্বদাই তাঁরা নিবেদিত প্রাণ দেশের তরে। জাতির ক্রান্তিকাল ও দুর্যোগ মোকাবিলায় এবং বিশ্বশান্তি রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা তাই সর্বমহলে স্বীকৃত ও প্রশংসিত। অতীতের সফল ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ভবিষ্যতেও জাতির যে কোন প্রয়োজনে এবং বিশ্বশান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশাবাদী।

এ মহান 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তথ্যবহুল এ ক্রোড়পত্র প্রকাশের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আমাদের এ যৌথ প্রয়াস নিশ্চয়ই দেশ ও সশস্ত্র বাহিনীকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সবশেষে, সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য রইল আমার শুভ কামনা এবং সুন্দর ভবিষ্যতের প্রত্যাশা।

জহির উদ্দিন আহমেদ
ভাইস এডমিরাল
নৌ বাহিনী প্রধান

بسم الله الرحمن الرحيم

বিমান বাহিনী প্রধান

বাণী

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্য দিয়ে রচিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমি। এর মধ্য দিয়েই শুরু হয় বাঙালি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার মহাসংগ্রাম – বর্বর পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে। আর এ লড়াইয়ে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যরা বাংলার মুক্তিপাগল জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণের সূচনা করে। দেশপ্রেম আর আত্মশক্তিতে বলীয়ান সেই আক্রমণের মধ্য দিয়েই মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় ত্বরান্বিত হয় আর জন্ম হয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। আর তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে একুশে নভেম্বর এক গৌরবোজ্জ্বল ও অবিস্মরণীয় দিন। এ দিনের অস্তিত্ব জুড়ে রয়েছে লাখো বীর সেনানীর বীরত্বগাথা। সশস্ত্র বাহিনী দিবস তাই আত্মোৎসর্গের মহান ব্রত আর নবপ্রত্যয় নিয়ে মাতৃভূমির অখণ্ডতা রক্ষায় নিজেদেরকে বিলিয়ে দেয়ার অনুপ্রেরণা যোগাতে প্রতিবছর আমাদের মাঝে ফিরে আসে।

দুর্দমনীয় মনোবল আর দুর্নিবার শক্তি নিয়ে বাংলার আপামর জনসাধারণের সাথে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য এদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল স্বদেশভূমির স্বাধীনতা রক্ষার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আমাদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য তাঁদের বর্তমানকে অকাতরে উৎসর্গ করেছিলেন-আজকের এই মহতী দিনে তাঁদেরকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। এ দিনটি তাই আমাদের সশস্ত্র বাহিনী তথা জাতীয় জীবনেও বহুকাল ধরে অনুপ্রেরণার দ্যুতি ছড়াবে।

একুশে নভেম্বর আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর ঐতিহ্য আর ঐক্যের প্রতীক - যা আমাদের উজ্জীবিত করে সকল কর্মে আর আত্মত্যাগে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সুফল এদেশের প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার মহান দায়িত্ব আমাদেরই। আর তা যথাযথ পালন করার মধ্য দিয়েই আমরা সেই মুক্তিযোদ্ধাদের সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করব- আজকের দিনে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

আজকের এই মহতী দিবসে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য আর পরিবারবর্গকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

মোহাম্মদ ইনামুল বারী
এয়ার মার্শাল
বিমান বাহিনী প্রধান